# প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রিয় নামসমূহ

১২ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি ইজতিমায়ে মিলাদের

## সুন্নাতে ভরা বয়ান

**(Bangla)**

(For Islamic Brothers)

## Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত ..... 5
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
রিসালাতের দরবারে মকবুল কিতাব ..... 6
জাহান্নামের হকদার জান্নাতী কিভাবে হলো?..... 7
প্রিয় নামসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য..... 9
ওই নাম যা খোদার নাম, তোমার নাম..... 10
আসমাউল হুসনার প্রকাশস্থল ..... 11
পবিত্র নাম 'রহমান' এর প্রতিচ্ছবি ..... 12
পবিত্র নাম 'সালাম' এর প্রকাশস্থল ..... 15
প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নাম ..... 16
পবিত্র নাম: مُحَمَّد ..... 17
'মুহাম্মদ' নামের অর্থ..... 18
সকলের আশ্রয়স্থল নাম مُحَمَّد..... 19
(২): পবিত্র নাম الرَّسُوْل ..... 20
প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে রিসালত ..... 20
(৩): পবিত্র নাম: رَءُوْف ও رَحِيْم..... 23
رَءُوْف ও رَحِيْم এর অর্থ..... 24
আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব..... 24
(১): পবিত্র নাম: উম্মী..... 25
অনন্য ও অতুলনীয় নবী ..... 26
আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদিক থেকে অতুলনীয়..... 27



www.dawateislami.net

পবিত্র নাম اُمِّی এবং ইলমে গায়েবে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ............... 28
সবকিছু আলোকিত হয়ে গেল........................................ 29
প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনন্য ইলম মুবারক ........................ 30
তিনটি সুন্দর নাম ........................................................ 30
পবিত্র নাম: دَاعِیْ اِلَی اللّٰه! ........................................................ 33
ঈদে মিলাদুন্নবী ও জুলুসের ব্যাপারে মাদানী ফুল ............................ 33
জুলুসে মিলাদে অংশগ্রহণ করুন! ................................................ 34
জশনে বিলাদতের খুশিতে রোযা রাখুন! ...................................... 35
নামায পড়ার উপকারিতা এবং না পড়ার ক্ষতি .................................. 35
কুরআন করীমের তিলাওয়াত করুন...!!! ...................................... 36



www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।



www.dawateislami.net

## দরূদ শরীফের ফযীলত

আমাদের মতো গুনাহগারদের শাফায়াতকারী আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর দিনে এক হাজার (১০০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না,যতক্ষণ না সে জান্নাতে নিজের ঠিকানা দেখে নেবে।

**(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস ২৫৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## বয়ান শোনার নিয়্যত

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

**হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

**হে আশিকানে রাসূল!** ✯ আজ জশনে বিলাদতের মহান, স্নিগ্ধ রাত। ✯ আজ সেই রাত, যেই রাতে আসমান ও জমিনে কেবল আনন্দ আর আনন্দ ছিল ✯ আজ সেই রাত, যেই রাতে সারা বিশ্বে নূর বণ্টন করা হয়েছিল ✯ আজ সেই রাত, যার সকালে আলো ছড়িয়ে পড়েছিল ✯ অন্ধকার দূর হয়ে গিয়েছিল ✯ আজ সেই রাত, যেই রাতে কুফরের উপর ভূমিকম্প এসেছিল, কায়সার ও কিসরার প্রাসাদ কেঁপে উঠেছিল ✯ আজ সেই রাত, যার সকালে বসন্ত এসেছিল, যুগ পুষ্পে সজ্জিত হয়েছিল ✯ আজ সেই রাত, যেই রাতে হযরত জিবরাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام পূর্ব, পশ্চিম এবং কাবার ছাদে পতাকা উড়িয়েছিলেন। ✯ আসমানে ও জমিনে দোজাহানের সুলতান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুতবা পাঠ করা হয়েছিল ✯ আজ সেই রাত, যার সকালে জগতের রঙ বদলে গিয়েছিল, ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠেছিল, ভাগ্য উজ্জ্বল হয়েছিল ✯ আজ সাহায্যকারী আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের রাত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!  صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## রিসালাতের দরবারে মকবুল কিতাব

৯ম হিজরী শতাব্দীর একজন বুযুর্গ হলেন: হযরত আল্লামা মুহাম্মদ বিন কাসিম রাসসাআ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه। তিনি তাঁর যুগের অনেক বড় আলিম এবং কাজী (Judge) ছিলেন। তিনি প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নামসমূহ নিয়ে একটি কিতাব লিখেছেন, যার নাম: تَذْكِرَةُ الْمُحِبِّين (তাযকিরাতুল মুহিব্বীন)। এটি অনেক সুন্দর একটি কিতাব এবং এই কিতাবটি আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তাফা



www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে মকবুলও হয়েছে। একজন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি এই কিতাবটি পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে আমার ঘুম এসে গেল। বাহ্যিক চোখ বন্ধ হলো, অন্তরের চোখ খুলে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি স্বপ্নে প্রিয় নামসমূহের অধিকারী প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী, মাক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করলাম। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক জায়গায় উপবিষ্ট ছিলেন, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাঁর চারপাশে বৃত্তাকারে বসে ছিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম মোবারক চুম্বন করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে তাঁর সেই বরকতময় মজলিসে বসালেন, আমার থেকে তিলাওয়াতও শুনলেন এবং এই কিতাবটি, অর্থাৎ تَذْكِرَةُ الْمُحِبِّين, যা আমার হাতেই ছিল, এর কয়েকটি পৃষ্ঠাও শুনলেন। এরপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উঠে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আমি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম, আনন্দের আতিশয্যে আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। **(তাযকিরাতুল মুহীব্বীন ফি আসমায়ে সায়্যিদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা ৪৩)**

سُبْحٰنَ الله! কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকেও স্বপ্নে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব করুক।

## জাহান্নামের হকদার জান্নাতী কিভাবে হলো?

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই প্রিয় এবং রিসালাতের দরবারে মকবুল কিতাবের ৫২ নং পৃষ্ঠায় আল্লামা মুহাম্মদ বিন কাসিম রাসসাআ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: বনী ইসরাইলে এক ব্যক্তি ছিল, সে ছিল অনেক বড় গুনাহগার। নেকীর দিকে সে কখনো অগ্রসরই হতো না, দিন-রাত কেবল



www.dawateislami.net

গুনাহের মধ্যেই অতিবাহিত করত। তার সারা জীবন এভাবেই গুনাহে কেটে গেল। অবশেষে একদিন তার শেষ সময় এসে গেল, হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তাশরীফ আনলেন, তার রূহ কবয করা হলো এবং এই গুনাহগার বান্দা মৃত্যুর পথ ধরে কবরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। মৃত্যুর পর কেউ তাকে স্বপ্নে খুব ভালো অবস্থায় দেখল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল: এই সৌন্দর্য ও মহিমা, এই রূপ ও সাজসজ্জা, এই উচ্চ মর্যাদা তুমি কিভাবে পেলে? তুমি তো অনেক গুনাহগার ছিলে? সে বলল: (হ্যাঁ! আমি সত্যিই অনেক গুনাহগার ছিলাম, কিন্তু) একদিন আমি তাওরাত শরীফ খুললাম। তাতে আল্লাহ পাকের মাহবুব নবী, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম, তাঁর প্রিয় প্রিয় গুণাবলী দেখলাম। তখন ভালোবাসার আতিশয্যে আমি তাঁর পবিত্র নাম চুম্বন করে মাথায় রাখলাম। শুধু মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামের এই আদবের বরকতে আল্লাহ পাক আমার উপর দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন এবং আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন!

**(তাযকিরাতুল মুহীব্বীন ফি আসমায়ে সায়্যিদিল মুরসালিন, পৃষ্ঠা ৫২)**

سُبْحٰنَ الله! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** কী শান আমার মাহবুব নবী, মাক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর...!! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুশকিল কুশাও (বিপদ মোচনকারী) বটে, ✯ প্রয়োজন পূরণকারীও বটে, ✯ বালা-মুসিবত দূরকারীও বটে। এগুলো তো আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের দয়ালু প্রতিপালক তাঁর প্রিয়তম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নামকেও এই মর্যাদা দান করেছেন যে, ✯ তাঁর প্রিয় নামের উসিলায় চাহিদাও পূরণ হয়



www.dawateislami.net

☆ মুশকিলও দূর হয় ☆ দুনিয়া তো দুনিয়াই, এখানকার মুশকিলের আর গুরুত্ব কী? আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় নামগুলো এমন শানের অধিকারী যে, তাদের বরকতে শুধু দুনিয়ার নয় ☆ কবরের মুশকিলও দূর হয় ☆ হাশরের মুশকিলও দূর হয় ☆ কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায় ☆ পুলসিরাতের উপর সহজতা নসীব হয় এবং ☆ আল্লাহ পাকের দয়ায় নামে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে গুনাহগাররা ক্ষমার খয়রাত পেয়ে জান্নাতের হকদার হয়ে যায়।

## প্রিয় নামসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক উচ্চ শানের অধিকারী। এটা বাস্তব যে, আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মর্যাদা, তাঁর গুণাবলী ও উৎকর্ষতা এমন নয় যে, তা গণনা করা যাবে।

এটা শুধু কাব্যিক অতিরঞ্জন নয়, বরং এটাই বাস্তব। আক্বা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্যান্য গুণাবলী ও উৎকর্ষতার কথা কী বলবো! আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীকে এত বেশি নাম ও গুণাবলী দান করেছেন যে, আমরা সেই নামগুলো গণনাও করতে পারি না। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নামগুলো কী কী? এর অর্থ কী? সেই প্রিয় নামগুলো থেকে আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী কী শান জানা যায়? এটা তো পরের কথা, ওলামায়ে কিরাম এই বিষয়ের উপর গবেষণা (Research) করেছেন যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নামের সংখ্যা



www.dawateislami.net

কত? তো বড় বড় জ্ঞানী উলামারা অনেক পরিশ্রম করেছেন, নামের সংখ্যা জানার চেষ্টা করেছেন, তো ৮০০টি নাম পেয়েছেন...!! কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যাই! এই গবেষণা চূড়ান্ত ছিল না, এর পরেও আরও গবেষণার সুযোগ ছিল। অবশেষে সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর গবেষণা করলেন। তিনি লিখেন: আমি বিভিন্ন কিতাব এবং রিওয়ায়াতের আলোকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ১৪০০টি নাম পেয়েছি। তিনি আরও বলেন: (এগুলো তো সেগুলো, যা আমার ইলমে এসেছে, নতুবা) আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক নাম গণনা করা অসম্ভব।

**(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮/৩৬৬)**

سُبْحٰنَ اللهِ! এটা তো কেবল নাম গণনার কথা! আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কত নাম দান করেছেন? আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তো সেগুলো গণনাও করতে পারে না ✯ তাহলে সেই নামগুলোর অর্থ (Meanings) কী? ✯ সেগুলোতে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন কেমন শানের বর্ণিত আছে? ✯ তারপর এর বাইরে আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী ও উৎকর্ষতা কী কী? সেগুলো কে গণনা করতে পারে...?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!  صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ওই নাম যা খোদার নাম, তোমার নাম

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এখানে একটি বিষয় সম্পর্কে একটু ভাবুন! নাম আমারও আছে, নাম আপনারওআছে, দুনিয়াতে প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক জিনিসের কোনো না কোনো নাম তো থাকেই। কিন্তু

ভাবার বিষয় হলো, আমার নামের কি কোনো বৈশিষ্ট্য আছে? যেমন; কোনো ব্যক্তির নাম যায়েদ, এই ব্যক্তির নাম যায়েদ হওয়ার মধ্যে তার কী বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে? কিছুই না...!! শুধু ছোটবেলায় বাবা-মা তার নাম যায়েদ রেখে দিয়েছিলেন, তাই সেই নামই এখন পর্যন্ত চলছে। কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যাই! আমার আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানই আলাদা। আল্লাহ পাক প্রিয় صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসংখ্য নাম তো দান করেছেনই, এর পাশাপাশি সেই পবিত্র নামগুলোতে আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন এমন বৈশিষ্ট্য দ্বারাও সজ্জিত করেছেন যে, আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নামের দিক থেকেও অতুলনীয় (Matchless)। আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় নামগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলোই যদি গণনা করা হয়, তবে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোই আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির অনেক উর্ধ্বে চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ (For Example) আমি আপনাদের সামনে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নামগুলোর শুধু একটি বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করছি: অনেক বড় বুযুর্গ কাযী আয়ায মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার মাহবুব নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যে অসংখ্য (Countless) নাম রয়েছে, সেই নামগুলোর মধ্যে ৩০টি নাম এমন, যা আসলে আল্লাহ পাকের নাম, কিন্তু আল্লাহ পাক সেই নামগুলো তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও দান করেছেন। **(আল মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া, ১/৩৬৫)**

## আসমাউল হুসনার প্রকাশস্থল

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আল্লাহ পাকের প্রিয় নামগুলোর মধ্যে ৩০টি নাম এমন যা আসলে আল্লাহ পাকের নাম এবং সেই নামগুলোই



www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করেছেন। ✯ অর্থাৎ রউফ আল্লাহ পাকের নাম, প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও রউফ বলা যায়। ✯ রহীম আল্লাহ পাকের নাম, প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও রহীম বলা যায়। ✯ আলীম আল্লাহ পাকের নাম, প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও আলীম বলা যায়। মোটকথা, ৩০টি নাম আল্লাহ পাকের এমন রয়েছে, যা আল্লাহ পাক হুবহু সেই নামগুলোই তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করে দিয়েছেন।

এবার এর থেকে এক ধাপ আরও এগিয়ে যাই! ওলামায়ে কিরাম বলেন: আল্লাহ পাকের যে আসমাউল হুসনা রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রিয় ৯৯টি নাম যা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, সেই নামগুলো আল্লাহ পাকের, সেগুলো আল্লাহ পাকের গুণ, যদিও সেই নামগুলো অন্য কারো জন্য বলা যায় না, কিন্তু আল্লাহ পাক সেই সমস্ত আসমাউল হুসনার প্রতিচ্ছবি (অর্থাৎ নমুনা ও নিদর্শন) তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বানিয়ে দিয়েছেন। **(আল হাকীকিয়া আল মুহাম্মদীয়া, আল কিসমুস সানি, পৃষ্ঠা ১৭১)**

## পবিত্র নাম 'রহমান' এর প্রতিচ্ছবি

উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ পাকের আসমাউল হুসনার মধ্যে একটি প্রিয় নাম হলো: اَلرَّحْمٰن (আর রহমান)। কুরআনে করীমেও এর অনেকবার উল্লেখ এসেছে এবং এটি অনেক প্রসিদ্ধ একটি নাম। এই নামের সম্পূর্ণ রূপ কুরআনে করীমে বিদ্যমান। এখন এই শব্দ رَحْمٰن....!! এটা আল্লাহ পাকের নাম। আল্লাহ পাক ছাড়া আমরা অন্য কাউকেও رَحْمٰن বলতে পারি না। আমাদের এখানে কিছু মানুষ তাদের সন্তানদের নাম রাখে: আব্দুর



www.dawateislami.net

রহমান, কিন্তু তাদেরকে رَحْمٰن বলে ডাকে। এটা ভুল। رَحْمٰن আল্লাহ পাকের নাম এবং আল্লাহ পাকের জন্যই নির্দিষ্ট।

رَحْمٰن (অর্থাৎ অনেক দয়ালু হওয়া) আল্লাহ পাকের গুণ। এটি আল্লাহ পাকের নাম, যখন এই জমিন ছিল না, আসমান ছিল না, চাঁদ-সূর্য-তারা ছিল না, কিছুই ছিল না, মাখলুক সৃষ্টিই হয়নি, আল্লাহ পাক তখনও رَحْمٰن ছিলেন, তিনি সবসময় رَحْمٰن এবং চিরকাল رَحْمٰن থাকবেন। কিন্তু ভাবার বিষয় হলো: আল্লাহ পাক رَحْمٰن, কিন্তু যখন আল্লাহ পাক তাঁর রহমতসমূহ সৃষ্টির উপর বর্ষণ করতে চাইলেন, নিজের رَحْمٰن হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন, তখন কী করলেন? এই رَحْمٰن গুণটি কিভাবে প্রকাশ করলেন? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۰۷﴾

**(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং আমি আপনাকে সমগ্র জগতের রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।

এটা رَحْمٰن আল্লাহর رَحْمٰن গুণের সবচেয়ে বড় প্রকাশ। যখন আল্লাহ পাক তাঁর رَحْمٰن গুণটি প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর মাহবুব নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই গুণের প্রকাশস্থল (অর্থাৎ নিদর্শন ও নমুনা) বানিয়ে দিলেন। কাজেই প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِين (অর্থাৎ সমস্ত জাহানের জন্য রহমত) হওয়াটা আল্লাহ পাকের رَحْمٰن সিফাতেরই প্রকাশ।



www.dawateislami.net

আমি এই বিষয়টি একটু খুলে বর্ণনা করছি, সুতরাং দেখুন! ✯ আল্লাহ পাক মানুষের জন্য رَحْمٰن, এটা আমরা কিভাবে জানব? এভাবে জানব যে, আল্লাহ পাক মানুষের জন্য তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রহমত বানিয়েছেন ✯ আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জন্য رَحْمٰن, তা প্রকাশ কিভাবে হলো? এভাবে যে, দয়ালু আল্লাহ তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ফেরেশতাদের জন্য রহমত বানিয়েছেন ✯ আল্লাহ পাক আসমান ও জমিনের জন্য رَحْمٰن, এর প্রকাশ এভাবে করেছেন যে, আসমান ও জমিনের জন্য তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রহমত বানিয়ে দিয়েছেন ✯ আল্লাহ পাক সমস্ত মাখলুকের জন্য রহমত (Merciful)। কিভাবে জানা গেল? এভাবে যে, তিনি সমস্ত মাখলুকাতের জন্য তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রহমত বানিয়েছেন ✯ আল্লাহ পাক এই দুনিয়ার জন্য رَحْمٰن, তাই তিনি এই দুনিয়াতে তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছেন ✯ আর এটা সত্য যে, আল্লাহ পাকের رَحْمٰن গুণাবলীর আসল প্রকাশ কিয়ামতের দিন হবে। কারণ হাদীস শরীফ অনুযায়ী এই দুনিয়ায় আল্লাহ পাকের মাত্র একটি রহমতের প্রকাশ ঘটেছে, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ পাকের ১০০টি রহমতের প্রকাশ ঘটবে। তাই কিয়ামতের দিনটিই মূলতঃ আল্লাহ পাকের رَحْمٰن সিফাতের প্রকাশের দিন। কাজেই আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রোজ কিয়ামতের জন্যও রহমত বানিয়েছেন ✯ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْن হওয়ার আসল প্রকাশ ও রোজ কিয়ামতেই হবে ✯ প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে لِوَاءُ الْحَمْد (অর্থাৎ প্রশংসার পতাকা) দান করা



www.dawateislami.net

হবে ✯ মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করা হবে ✯ শাফায়াতে কুবরার মর্যাদা তাঁকেই দান করা হবে ✯ আপন হোক বা পর, আগের হোক বা পরের, সবাই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে শাফায়াতের জন্য আবেদন করবে ✯ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই ইরশাদ করবেন: اَنَا لَهَا অর্থাৎ হ্যাঁ! আমিই এর জন্য (আমাকে সকল জাহানের জন্য রহমত বানানো হয়েছে)।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** জানা গেল; رَحْمٰن হলেন আল্লাহ পাক, এই গুণটিও আল্লাহ পাকের, এই নামও আল্লাহ পাকেরই। আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কাউকেও رَحْمٰن বলা যায় না, কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর এই গুণাবলীর প্রকাশস্থল তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বানিয়েছেন।

## পবিত্র নাম 'সালাম' এর প্রকাশস্থল

একইভাবে আল্লাহ পাকের আসমাউল হুসনার মধ্যে একটি প্রিয় নাম হলো اَلسَّلَامُ, এর অর্থ হলো: শান্তি প্রদানকারী। আল্লাহ পাক তাঁর এই পবিত্র নামের প্রকাশস্থল তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও বানিয়েছেন। চিন্তা করুন! আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়াতে তাশরীফ আনার পূর্বে সম্প্রদায়গুলোর উপর আযাবও আসত ✯ গুনাহগারদের চেহারা বিকৃত করে দেওয়া হতো ✯ তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হতো ✯ ভূমিকম্প (Earth Quakes) দ্বারা নাড়িয়ে দেওয়া হতো ✯ ঝড় (Storms) দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু যখন রহমতে দোজাহান, মাক্কী মাদানী সুলতান صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় খোদার নাম اَلسَّلَامُ এর

প্রকাশস্থল হয়ে তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তখন সম্প্রদায়গুলোর উপর সমষ্টিগত আযাব আসা বন্ধ হয়ে গেল। **(আল হাকীকাতুল মুহাম্মদীয়া, আল কিসমুস সানি, পৃষ্ঠা ১৭৪)** ✯ এমনকি একবার অমুসলিমরা নিজেরা আল্লাহ পাককে ডেকে বলেছিল: হে আল্লাহ পাক! আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো, আমাদের উপর কষ্টদায়ক আযাব অবতীর্ণ করো। কিন্তু আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ

**(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ৩৩)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং আল্লাহ্‌র কাজ এ নয় যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে মাহবূব, আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন।

سُبْحٰنَ اللّٰه! এটাই হলো আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম اَلسَّلَامُ এর সর্বোত্তম প্রকাশস্থল যে, যখন থেকে তিনি দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে এসেছেন, সবদিকে শান্তি আর শান্তিই ছড়িয়ে পড়েছে, সম্প্রদায়গুলোর উপর সমষ্টিগত আযাব আসা বন্ধ হয়ে গেলো এবং মানুষ শান্তি লাভ করলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নাম

যাইহোক! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই কয়েকটি উদাহরণই (Examples) ছিল। এই আলোচনার সারমর্ম (Summary) হলো এটাই যে, ✯ প্রথমত আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসংখ্য নাম দান করেছেন ✯ তারপর এর পাশাপাশি প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সেই নামগুলোতে অনেক বৈশিষ্ট্য দ্বারাও

সজ্জিত করেছেন ✯ আল্লাহ পাকের আসমাউল হুসনা, অর্থাৎ প্রিয় প্রিয় নাম, সেগুলোর মধ্যে ৩০টি নাম তো এমন, যা দয়ালূ আল্লাহ হুবহু সেই নামগুলোই তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করেছেন ✯ তারপর আল্লাহ পাকের যে ৯৯টি আসমাউল হুসনা রয়েছে, আল্লাহ পাক সেই ৯৯টি পবিত্র নামের প্রকাশস্থল (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ নমুনা) তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বানিয়ে দিয়েছেন।

এগুলো প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নামগুলোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এখন আসুন! আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কয়েকটি প্রিয় নাম এবং সেগুলোর কিছুটা ব্যাখ্যা শুনে নিই।

## পবিত্র নাম: مُحَمَّد

আল্লাহ পাক কুরআন করীমে ইরশাদ করেন:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ

**(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৪৪)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আর মুহাম্মদ তো একজন রাসূল।

এই আয়াতে করীমায় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি মুবারক নাম বর্ণনা করা হয়েছে: (১): مُحَمَّد (মুহাম্মদ) (২): رَسُول (রাসূল)।

مُحَمَّد নাম মুবারকটি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ, অনেক মর্যাদাবান, বরকতময় নাম। এই পবিত্র নামের যদি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়, তবে পুরো বয়ানই এর উপর হতে পারে। ওলামায়ে কিরাম এই পবিত্র নামের মর্যাদা ও বরকতের উপর



www.dawateislami.net

পূর্ণাঙ্গ কিতাব লিখেছেন। এখানে সংক্ষেপে এই পবিত্র নাম সম্পর্কে শুধু একটি মাদানী ফুল কবুল করুন!

## 'মুহাম্মদ' নামের অর্থ

কাযী আয়ায মালেকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি মুবারক নাম اَحْمَد (আহমদ) এবং مُحَمَّد (মুহাম্মদ) উভয়ই حَمْد (হামদ) থেকে উদ্ভূত এবং এগুলোতে প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি শানের বর্ণনা রয়েছে। اَحْمَد (আহমদ) এর অর্থ হলো: أَجَلُّ مَنْ حَمِدَ অর্থাৎ (আজ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের যারাই প্রশংসা করেছে, তারা মানুষ হোক, জ্বিন হোক, ফেরেশতা হোক, আসমান ও জমিনে থাকা কোনো সৃষ্টি হোক, গাছ, পাতা, জীবজন্তু, চতুষ্পদ, সবকিছুই আল্লাহ পাকের حَمْد (প্রশংসা) বর্ণনা করে, তাদের সকলের মধ্যে) সবচেয়ে বেশি আল্লাহ পাকের حَمْد (প্রশংসা) যে সত্তা করেছেন, তিনি হলেন আমাদের নবী, আহমদে মুজতবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। একইভাবে পবিত্র নাম مُحَمَّد এর অর্থ হলো: أَفْضَلُ مَنْ حُمِدَ অর্থাৎ (আজ পর্যন্ত যাদেরই প্রশংসা করা হয়েছে, যেভাবেই প্রশংসা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে) সবচেয়ে বেশি যে সত্তার প্রশংসা করা হয়েছে, তাঁকে مُحَمَّد বলা হয়। **(কিতাবুশ শিফা, বাবুস সালেস, ১ম অংশ, পৃষ্ঠা ১৭৬)**

তিনি আরও বলেন: অতএব জানা গেল, সবচেয়ে বেশি حَمْد (প্রশংসা) কারী আমার মাহবুব আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, জগতে সবচেয়ে বেশি যাঁর প্রশংসা করা হয়েছে, তিনিও আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم,



www.dawateislami.net

রোজ কিয়ামতে لواء الحمد (অর্থাৎ প্রশংসার পতাকা)ও তাঁকেই প্রদান করা হবে, মকামে মাহমুদও তাঁকেই প্রদান করা হবে, তারপর রোজ কিয়ামতে সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষেরা প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই প্রশংসা করবে। রোজ কিয়ামতে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের এমন حَمْد (প্রশংসা) করবেন যে, কখনো কেউ এমন حَمْد (প্রশংসা) করেনি। সুতরাং এ আমার মাহবুব আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই, যাঁকে مُحَمَّد ও اَحْمَد বলা যায়।

**(কিতাবুশ শিফা, বাবুস সালেস, ১ম অংশ, পৃষ্ঠা ১৭৭)**

## সকলের আশ্রয়স্থল নাম مُحَمَّد

মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়ায় রয়েছে: আল্লাহ পাক যখন আরশে আযম সৃষ্টি করলেন, তখন আরশের উপর আল্লাহ পাকের জালালিয়্যতের কারণে আতঙ্ক আচ্ছন্ন ছিল, আরশ কাঁপছিল। তারপর এর উপর لا اله الا الله লেখা হলো, এতে আরশের আতঙ্ক আরও বেড়ে গেল, আরও কাঁপুনি (Trembling) শুরু হলো। এবার এতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله লেখা হলো। রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নামের বরকত এমন ছিল যে, আরশে আযমের সেই ভয়াবহ অবস্থা দূর হয়ে গেল, আরশে আযম প্রশান্তি লাভ করল। **(মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ২/৩৮৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (২): পবিত্র নাম الرَّسُوْل।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমার ও আপনার আক্বা, মাক্কী, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি প্রিয় নাম الرَّسُوْلও রয়েছে। পরিভাষায় رَسُوْل সেই নবীকে বলা হয় যিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন। যেমন, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام নবীও, রাসূলও, কারণ তাঁর উপর তাওরাত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁর উপর নতুন শরীয়ত অবতীর্ণ করা হয়েছে। একইভাবে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام নবীও, রাসূলও, তাঁর উপরও নতুন শরীয়ত অবতীর্ণ করা হয়েছে। ঠিক সেভাবেই আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা عَلَيْهِ السَّلَام নবীও, রাসূলও, কারণ তাঁর আগমনের ফলে পূর্বের সমস্ত শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে, তাঁকে নতুন শরীয়ত প্রদান) করা হয়েছে।

## প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে রিসালত

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** দুনিয়ায় কত নবী ও রাসূল তাশরীফ এনেছেন, আমরা তাঁদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে পারি না। তবে! ওলামায়ে কিরাম বলেন যে, কমবেশি ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী তাশরীফ এনেছেন, তাঁদের মধ্যে ৩১৩ জন রাসূল। এখন মনে প্রশ্ন জাগে যে, রাসূল মোট ৩১৩ জন, তাহলে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম الرَّسُوْل। কিভাবে হতে পারে? রাসূল তো ৩১৩ জন, তাঁদের সকলের নাম الرَّسُوْل। হতে পারে? কিন্তু আপনি কুরআন করীম পড়ুন! সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত পড়ে দেখুন! কুরআন করীমে যেখানেই শুধু الرَّسُوْل। এসেছে, এর সাথে কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি, সেখানে উদ্দেশ্য প্রিয় আক্বা, মক্কী

মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই। যদি অন্য কোনো রাসূলের উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়, তবে সাথে তাঁর নামও উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ যখন শুধু اَلرَّسُوْل শব্দটি বলা হবে, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবেন রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই। **(তাফসীরে নাঈমী, পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, ৮১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৫৯১)** তো এর কারণটা কী? এর কারণ হলো, আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যে রাসূল বানিয়েছেন, তা অতুলনীয় করে বানিয়েছেন।

ওলামায়ে কিরাম কুরআন ও হাদীসের আলোকে পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে, আসলে যাঁকে রাসূল বানানোর কথা ছিল, তিনি আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। আসলে যাঁকে নবুওয়তের মুকুট প্রদান করার ছিল, তিনিই আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাড়া যাঁদেরকে নবুওয়ত প্রদান করা হয়েছে, যাঁদেরকে রিসালত প্রদান হয়েছে, তাঁদের নবুওয়তও আসল, তাঁদের রিসালতও প্রকৃত, কিন্তু তাঁদেরকে নবুওয়ত ও রিসালতের মুকুট তো আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায় প্রদান করা হয়েছে। দেখুন! কুরআন করীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ — **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** এবং স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্ তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন।

কার থেকে অঙ্গীকার নিলেন?

النَّبِيّٖنَ — **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** নবীদের থেকে।



www.dawateislami.net

কী অঙ্গীকার নিলেন?

لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো।

তারপর কী হবে?

ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসূল, যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন।

এখন আল্লাহ পাক সেই সমস্ত নবী ও রাসূলদের থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে,

لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِیْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِیْنَ ﴿۸۱﴾

**(পারা ৩, আলে ইমরান, আয়াত ৮১)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে। ইরশাদ করলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে?' সবাই আরয করলো, 'আমরা স্বীকার করলাম। ইরশাদ করলেন, 'তবে (তোমরা) একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।

এই আয়াতে করীমার আলোকে তাফসীরে না'ঈমীয় রয়েছে: সমস্ত নবীরাই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নায়েব এবং সৃষ্টির শুরু থেকেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকলের আসল। সুফিয়ায়ে কিরাম বলেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন পরম ও প্রকৃত রাসূল, বাকি সমস্ত



www.dawateislami.net

আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام তাঁর অনুসারী। একারণেই সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام থেকে তাঁর নবুওয়তের স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়েছিল। এ থেকে জানা গেল; প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল নবীদেরও নবী। **(তাফসীর নাঈমী, পারা ৩, সূরা আল ইমরান, ৮১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৫৯৬)**

اَللّٰه!اَللّٰه! এই হলো আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে রিসালতের অনন্যতা...!! নবী আরও অনেক আছেন, রাসূলও আরও অনেক আছেন, কিন্তু আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই মহান শানের নবী এবং মহান শানের রাসূল, যে নবীদেরকে নবুওয়ত এবং যে রাসূলদেরকে রিসালত প্রদান)করা হয়েছে, সেই নবুওয়ত ও রিসালত ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃত ও আসল, কিন্তু তা প্রদান হয়েছে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায়। একারণেই আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিশেষত্বের সাথে اَلرَّسُوۡل বলা হয়।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!  صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (৩): পবিত্র নাম: رَءُوۡف ও رَحِيۡم

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** পারা: ১১, সূরা তাওবা, আয়াত: ১২৮ এ আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি নাম উল্লেখ করেছেন, ইরশাদ হচ্ছে:

بِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ رَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۲۸﴾

**(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ২৮)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।



www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ اللّٰه! কী শান আমার আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর...!! رَءُوْف ও আল্লাহ পাকের নাম, رَحِيْم ও আল্লাহ পাকের নাম এবং আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এই উভয় নাম আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদানকরে দিয়েছেন।

## رَءُوْف ও رَحِيْم এর অর্থ

প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন, মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: رَءُوْف এর অর্থ হলো: কষ্ট ও বিপদ দূরকারী এবং رَحِيْم এর অর্থ হলো: অনুগ্রহকারী এবং কল্যাণকর বস্তু দানকারী। **(তাফসীরে নঈমী, পারা ১১, সূরা তাওবা, ১২৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ১১/১৫৩)** অর্থাৎ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মু'মিনদের প্রতি رَءُوْف ও رَحِيْم, তাহলে জানা গেল, তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর গোলামদের থেকে মুসিবত দূর করেন, সমস্যায়, পেরেশানিতে, কষ্টে তাদের সাহায্য করেন এবং পাশাপাশি অনুগ্রহ করে তাদেরকে কল্যাণকর বস্তুও প্রদান করেন।

## আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا বলেন: রাসূল করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরআন পাকের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যেখানে আছে যে, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام রোজ কিয়ামতে আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করবেন:

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনারই



www.dawateislami.net

تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۱۸﴾

(পারা ৭, সূরা মায়িদা, আয়াত ১১৮)

বান্দা এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিঃসন্দেহে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এই আয়াত তিলাওয়াত করে রাসূলে পাক عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর কান্না আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং তিনি তাঁর মুবারক হাত তুলে দোয়া করলেন: হে আল্লাহ পাক! আমার উম্মত, আমার উম্মত। আল্লাহ পাক হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করলেন: হে জিবরাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)! আমার হাবীব عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করো, যদিও আপনার প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন, কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞেস করো যে, কোন জিনিস তাঁকে কাঁদাচ্ছে। হযরত জিবরীল عَلَيْهِ السَّلَام রাসূলে পাক عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁকে তাঁর আরয সম্পর্কে জানালেন। আল্লাহ পাক হযরত জিবরাঈলকে ইরশাদ করলেন: তুমি আমার হাবীব عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছে যাও এবং তাঁকে বলো যে, اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِيْ اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ আপনার উম্মতের (ক্ষমার) ব্যাপারে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেব এবং আপনাকে চিন্তিত করব না। **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৯৯, হাদীস ২০২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## (১): পবিত্র নাম: উম্মী

আমাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি প্রিয় নাম হলো: اُمِّی (উম্মী)। এটি অনেক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত নাম।

কুরআন করীমেও আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই পবিত্র নামটি এসেছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیَّ الْاُمِّیَّ

**(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৫৭)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** ঐসব লোক, যারা দাসত্ব করবে এ রাসূল, পড়াবিহীন অদৃশ্যের সংবাদদাতার, যাঁকে লিপিবদ্ধ পাবে নিজেদের নিকট তাওরীত ও ইন্‌জীলের মধ্যে।

اُمِّی শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো: লেখাপড়া না জানা। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যিনি দুনিয়ায় কারো কাছে পড়া, লেখা শেখেননি। এটা অনেক আশ্চর্যজনক একটি বিষয়। লেখাপড়া না জানা, পড়ালেখা না শেখা আমাদের জন্য হলে তা ত্রুটি, কিন্তু اُمِّی হওয়া আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক বড় শান। এই একটি পবিত্র নামের মধ্যে প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন কেমন শান বিদ্যমান, আসুন শুনি:

## অনন্য ও অতুলনীয় নবী

৭ম হিজরী শতাব্দীর বুযুর্গ হযরত আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: اُمِّی শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহ পাক সকল মানুষকে যে স্বভাব এর উপর সৃষ্টি করেছেন, আমাদের মাহবুব নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সেই সকলের থেকে পৃথক, অনন্য ও অতুলনীয় স্বভাব এর উপর সৃষ্টি করেছেন। **(আবাদায়িল খাফাফী শরহে আসমাউল মুস্তফা, পৃষ্ঠা ২৪৮)**

এর অর্থ হলো, এই দুনিয়ায় যত মানুষ এসেছে, সকলের স্বভাব (Nature) এর মধ্যে পড়ালেখা রাখা হয়েছে। আপনি আপনার ঘরে

দেখেছেন যে, শিশুরা যখন কথা বলা শুরু করে, জিনিসপত্র দেখা ও বোঝা শুরু করে, তখন সে অনেক প্রশ্ন করে। বাবা! এটা কী? বাবা! ওটা কী? আব্বু! এই জিনিসটাকে কী বলে? আব্বু! ওই জিনিসটা কী কাজ করে? এভাবে শিশুরা অনেক প্রশ্ন করে, কখনো কখনো তো এক নিশ্বাসে অনেকগুলো প্রশ্ন (Questions) করে ফেলে। এটা এই বিষয়েরই প্রমাণ যে, এই দুনিয়ায় প্রত্যেকের স্বভাবের মধ্যেই শেখা রাখা হয়েছে। যে-ই দুনিয়ায় আসে, সে এখানে এসে শেখার ও বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যাই! এই আমার ও আপনার আক্বা, অনন্য ও অতুলনীয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনন্য স্বভাবের যে, আল্লাহ পাক তাঁর মুবারক স্বভাবের মধ্যে শেখা নয়, বরং শেখানো রেখেছেন।

## আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদিক থেকে অতুলনীয়

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! কী শান আমার আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর, আল্লাহ পাক তাঁকে অসংখ্য শান প্রদান করেছেন এবং প্রত্যেক শানেই তাঁকে অনন্য ও অতুলনীয় রেখেছেন ✯ আল্লাহ পাক তাঁকে মানুষ বানিয়েছেন তো অতুলনীয় মানুষ বানিয়েছেন ✯ আল্লাহ পাক তাঁকে নবী বানিয়েছেন তো সকল নবীদের সরদার বানিয়েছেন ✯ আল্লাহ পাক তাঁকে নূর বানিয়েছেন তো নূরের সৃষ্টি আরও আছে, ফেরেশতারা সবাই নূরের সৃষ্টি। কিন্তু মি'রাজের ঘটনাটির দিকে একটু দৃষ্টি দিন, এক নূর হলেন হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام, আরেক নূর হলেন আমার ও আপনার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সিদরাতুল মুনতাহার স্থানটি আসে, হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এখান থেকে এক চুল পরিমাণও যদি সামনে অগ্রসর হই, আমার ডানা



www.dawateislami.net

জ্বলে যাবে। একটু চিন্তা করার বিষয়, জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ও নূর, প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও নূর, এক সেই নূর, যে একটু সামনে অগ্রসর হলে ডানা জ্বলে যায়, আরেক সেই মুবারক নূর, যে সামনে অগ্রসর হলে শরীর মোবারক এর পরিহিত কাপড়েরও কিছু হয় না। জানা গেল; আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নূর বানিয়েছেন তো সেই নূরও অনন্য ও অতুলনীয় বানিয়েছেন ✯ আর শান দেখুন! দুনিয়ায় প্রত্যেককে যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে, আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রকৃতিও সকলের থেকে পৃথক প্রদান করেছেন। সকলের স্বভাবে শেখা রাখা হয়েছে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্বভাবে শেখানোর শান রাখা হয়েছে যে, তিনি কারো কাছে শেখেন না, বরং সকলকে শেখান।

## পবিত্র নাম اُمِّی এবং ইলমে গায়েবে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন اُمِّی। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর আলোকে আরেকটি মাদানী ফুল দিয়েছেন, তিনি বলেন: (اُمِّی এর শাব্দিক অর্থ হলো: লেখাপড়া না জানা, অর্থাৎ কোনো সাধারণ মানুষের জন্য যখন اُمِّی শব্দটি বলা হবে, তখন এর অর্থ হবে: অশিক্ষিত।) কিন্তু আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী , মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষেত্রে যখন এই শব্দটি বলা হবে, তখন এর অর্থ (অশিক্ষিত হবে না, বরং তখন এর অর্থ) হবে: يُقْرِئُهُ اللهُ مَا كَتَبَهٗ بِيَدِهٖ অর্থাৎ সেই বিষয়গুলো আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতের হাতে সৃষ্টির শুরু থেকে লিখেছেন, যাকে আল্লাহ পাক সেই কথাগুলো পড়িয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁকে اُمِّی বলা হয়।

**(আবাদায়িল খাফাফী শরহে আসমাউল মুস্তফা, পৃষ্ঠা ২৪৯)**



www.dawateislami.net

# সবকিছু আলোকিত হয়ে গেল

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত মু'আয বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার ফজরের নামাযের সময় ছিল, প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রাত্যহিক কর্মের (Routine) পরিবর্তে কিছুটা দেরিতে তাশরীফ আনলেন, ফজরের নামায পড়ালেন, তারপর ইরশাদ করলেন: আমি রাতে উঠলাম, নফল আদায় করলাম, নামাযের সময় আমার ঘুম এসে গেল, তখন আমি নিদ্রাবস্থায় আমার আল্লাহ পাককে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতিতে দেখলাম। আমি দেখলাম যে, আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতের হাত (যেমনটা তাঁর শানের উপযোগী) আমার দুই কাঁধের মাঝে রাখলেন, এমনকি আমি এর শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। অতঃপর আল্লাহ পাক (তাঁর শানের উপযোগী) কুদরতের হাত আমার বুকে রাখা মাত্রই আমার অবস্থা এমন হলো যে, فَتَجَلّٰی لِیۡ کُلُّ شَیۡءٍ وَ عَرَفۡتُ অতঃপর আমার উপর প্রত্যেক জিনিস প্রকাশিত হয়ে গেল এবং আমি তা চিনে ফেললাম। **(তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীরে কুরআন, পৃষ্ঠা ৭৪৭, হাদীস ৩২৩৫)** এক বর্ণনায় রয়েছে: فَعَلِمۡتُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ অতঃপর আমি জেনে নিলাম যা কিছু জমিনে এবং যা কিছু আসমানে রয়েছে। **(তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীরে কুরআন, পৃষ্ঠা ৭৪৭, হাদীস ৩২৩৫)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! এই হলো প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর اُمِّی হওয়ার শান....!! আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সেই মহান শানের অধিকারী যে, দুনিয়ায় শিখতে নয়, বরং শেখানোর জন্য তাশরীফ এনেছেন। তাঁর কয়েক মুহূর্তে অর্জিত হওয়া ইলমের এই অবস্থা যে, জমিন ও আসমানের প্রত্যেক জিনিস তাঁর নিকট প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে একটু চিন্তা করুন! পুরো মুবারক জীবনের ইলমে পাকের শান কেমন হবে...!!



www.dawateislami.net

## প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনন্য ইলম মুবারক

হযরত হুযাইফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহাবীয়ে রাসূল ছিলেন, তিনি বলেন: একদিন প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং বয়ান শুরু করলেন। আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের সবকিছু বলে দিলেন, এমনকি কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বলে দিলেন।

হযরত হুযাইফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যেমন কোনো ব্যক্তি অনেক পুরনো কোনো পরিচিত ব্যক্তিকে দেখে হঠাৎ অনুভব করে যে, একে আমি কোথাও দেখেছি, তারপর মাথায় একটু জোর দিতেই মনে পড়ে যায়, এই ঘটনার পর আমারও এই অবস্থাই হয়ে গিয়েছিল। আমি যখনই কোনো নতুন ঘটনা দেখতাম, তখন মনে হতো এই ঘটনা তো আমি কোথাও শুনেছি, তারপর যখন চিন্তা করতাম, তখন মনে পড়ে যেত যে, হ্যাঁ! সেদিন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই বিষয়টিও আমাদের বলেছিলেন। **(মুসলিম, কিতাবুল ফিতন ওয়া শরাইতিস সাআত, পৃষ্ঠা ১১০৭, হাদীস ২৮৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## তিনটি সুন্দর নাম

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর নামগুলোর আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক কুরআন করীমে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) নিশ্চয় আমি আপনাকে

شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿۴۵﴾
(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪৫)

প্রেরণ করেছি হাযির-নাযির করে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে।

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ৩টি মুবারক নাম হলো: (১) شاهد (২) مبشر (৩) نذير। ✯ شاهد এর অর্থ হলো: সাক্ষী। আর সাক্ষী সেই-ই হয়, যে উপস্থিতও থাকে এবং দেখেও, অর্থাৎ হাযিরও থাকে, নাযিরও থাকে। যখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন যে, হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনাকে শাহিদ বানিয়ে পাঠিয়েছি, অর্থাৎ আমি আপনাকে হাযিরও বানিয়েছি, নাযিরও বানিয়েছি, তখন জানা গেল যে, আমার আক্বা, মাহবুব খোদা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নূরানী রওযায় উপস্থিত আছেন, জীবিত আছেন এবং তাঁর পুরো উম্মতকে দেখছেনও, অতঃপর যখন চান, যেখানে চান, তাশরীফ নিয়েও যান।

✯ একইভাবে আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি সুন্দর নাম হলো: مُبشر অর্থাৎ সুসংবাদদাতা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার মাহবুব আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুসংবাদদাতা। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহলে ঈমানকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেন। যারা নামাযী, যারা রোযাদার, যারা নেক কাজ করে, যারা ভালো পথে চলে, আমার মাহবুব নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণের সুসংবাদ শুনিয়েছেন, মৃত্যুর সময় সহজতার সুসংবাদ শুনিয়েছেন, কবরে আরাম ও শান্তির সুসংবাদ শুনিয়েছেন, হাশরে, হিসাবের সময়, পুলসিরাতে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং এই সুসংবাদও শুনিয়েছেন যে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের



www.dawateislami.net

হুকুম পালন করে, আল্লাহ পাক তাঁর রহমতে তাদেরকে জান্নাতও প্রদান করবেন এবং জান্নাতে তাঁর দীদারও দান করবেন।

✯ অনুরূপভাবে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি প্রিয় নাম হলো نذیرও। অর্থাৎ ভয় প্রদর্শনকারী নবী। আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভয় দেখান, কাকে? অমুসলিমদেরকে, অবাধ্যদেরকে, যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে, নেকীর পথ ছেড়ে গুনাহের পথ অবলম্বন করে, নামায পড়ে না, বিনা কারণে রোযা ছেড়ে দেয়, অন্যদের কষ্ট দেয়, সুদী লেনদেন করে, অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করে, আল্লাহ পাককে ভয় করে না, কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধিতা করে, অমুসলিমদের পথে চলে। আমার নবী, প্রিয় নবী, ভালো নবী, সত্য নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন, কবর ও আখেরাতের আযাবের ভয় দেখিয়েছেন এবং এটা খোলামেলা বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, রোজ কিয়ামতে অনুগতদের মজা হবে, আর অবাধ্য বান্দারা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত থেকে কষ্টদায়ক আযাবের স্বাদ আস্বাদন করবে।

আল্লাহ পাকের পানাহ! আল্লাহ পাকের পানাহ...!! হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে তাঁর অনুগত বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করো।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## পবিত্র নাম: دَاعِیِ اِلَی اللہ!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমার প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একটি প্রিয় পবিত্র নাম دَاعِیِ اِلَی اللہ ও। অর্থাৎ আক্বা صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বানকারী।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে ডেকেছেন, গুনাহগারদেরকে নেকীর দিকে ডেকেছেন, পথহারাদেরকে হেদায়েতের দিকে ডেকেছেন **(সুবলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ১/৪৫৮)** এবং সকলকে ডেকে ডেকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করেছেন।

আহ! আমরাও যদি আমাদের আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সীরাত গ্রহণ করতাম, আক্বা صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নাম دَاعِیِ اِلَی اللہ এর ফয়যান লুটে নিতে নেকীর দাওয়াত প্রসারকারী হয়ে যেতাম।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

## ঈদে মিলাদুন্নবী ও জুলুসের ব্যাপারে মাদানী ফুল

**হে আশিকানে রাসূল!** কাল বারভী শরীফ (অর্থাৎ রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ)। প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী, মাক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জশনে বিলাদত। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ও তাঁদের যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিলাদতে মুস্তাফা صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খুশি উদযাপন করেছেন, এই নেয়ামতের জন্য

আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করেছেন, এমনকি আমাদের আক্বা ও মওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেও তাঁর জশনে বিলাদত পালন করতেন, বরং আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো বছরে একবার নয়, প্রত্যেক সপ্তাহে অর্থাৎ প্রত্যেক সোমবার রোযা রেখে তাঁর জশনে বিলাদত পালন করতেন।

আসুন, আমরা নিয়্যত করি যে, আমরাও اِنْ شَآءَ الله ধুমধামের সহিত জশনে বিলাদত পালন করব। জশনে বিলাদত এর খুশিতে ভালো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরব, তৈরি হয়ে জুলুসে মিলাদেও অংশগ্রহণ করব, আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের স্লোগানও দেব এবং اِنْ شَآءَ الله দুনিয়াকে জানিয়ে দেব যে, আমাদের অনন্য ও অতুলনীয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জশনে বিলাদত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা এতে মনেপ্রাণে খুশিও এবং আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞও।

## জুলুসে মিলাদে অংশগ্রহণ করুন!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমরা اِنْ شَآءَ الله জুলুসে মিলাদেও খুব ধুমধামের সহিত অংশগ্রহণ করব ✯ জুলুসে মিলাদে গাড়ি/ মোটরসাইকেল/ পায়ে হেঁটে সবভাবে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি (Preparation) সহকারে অংশগ্রহণ করা হবে ✯ জুলুসে মিলাদে শৃঙ্খলা (Discipline) রক্ষা করুন! ✯ ১২ রবিউল আউয়ালের দিন যোহরের নামাযের পর থেকে আসর পর্যন্ত জুলুসে মিলাদে যিম্মাদার ও বিভাগের ইসলামী ভাইয়েরা মারহাবা ইয়া মুস্তফা স্লোগান দিতে দিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করবেন ✯ বিভাগের দু'জন ইসলামী ভাই নিজেদের বিভাগের



www.dawateislami.net

ব্যানার নিয়ে সামনে সামনে চলবেন, এই বিভাগের বাকি ইসলামী ভাইয়েরা তাদের পেছনে পেছনে মাথা নত করে, মাদানী পতাকা উঁচিয়ে, ঠোঁটে না'তের সুর সাজিয়ে অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!  صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## জশনে বিলাদতের খুশিতে রোযা রাখুন!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** প্রিয় আক্বা, মাক্কী, মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমলকে পালন করে জশনে বিলাদত এর খুশিতে রোযাও রাখবেন।

মনে রাখবেন! এটি নফল রোযা, যার পক্ষে সম্ভব, শরীর সঙ্গ দিলে রোযা রেখে নেওয়া উচিত। হাদীস শরীফে আছে: যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় একটি নফল রোযা রাখল, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম থেকে ৪০ বছরের দূরত্বের সমান দূরে সরিয়ে দেবেন। **(জমউল জাওয়ামেয়ে, ৭/১৯০, হাদীস ২২২৫)** মু'জামুল কবীরের বর্ণনায় রয়েছে: যে ব্যক্তি একটি নফল রোযা রাখল, তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগানো হবে, যার ফল ডালিম (Pomegranate) থেকে ছোট এবং আপেল (Apple) থেকে বড় হবে, তা মধুর (Honey) মতো মিষ্টি এবং সুস্বাদু হবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন রোযাদারকে সেই গাছের ফল খাওয়াবেন। **(মু'জামু কবীর, ১৮/৩৬৬, হাদীস ৯৩৫)**

## নামায পড়ার উপকারিতা এবং না পড়ার ক্ষতি

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা জশনে বিলাদত পালনকারীও এবং নামাযীও। নামায আমাদের আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের শীতলতা। তাই নামাযের নিয়মানুবর্তিতা

রক্ষা করুন! বিশেষ করে কাল মিলাদ শরীফ এবং জুলুসে মিলাদের ব্যস্ততার মাঝেও নামাযের সময়ের খুব খেয়াল রাখবেন। এমন যেন না হয় যে, মিলাদের খুশি পালন করতে করতে (مَعَاذَ الله) নামায কাযা করে বসেন। ✯ নামায সর্বপ্রথম ফরয ✯ নামায অন্ধকার কবরের প্রদীপ ✯নামায কবরের আযাব থেকে বাঁচায় ✯ নামায কিয়ামতের রোদের মধ্যে ছায়া ✯ নামায পুলসিরাতের জন্য সহজতা ✯ নামায জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচায় ✯ নামাযের দ্বারা রহমত অবতীর্ণ হয় ✯ নামাযের দ্বারা গুনাহ ক্ষমা হয় ✯ নামায দোয়া কবুলের মাধ্যম ✯ নামায রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচায় ✯ নামায শরীরকে প্রশান্তি (Relief) দেয় ✯ নামাযে রিযিকে বরকত হয় ✯ নামায অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বাঁচায় **(ফয়যানে নামায, পৃষ্ঠা ১০)** ✯ এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه নামায খোদার নৈকট্য ও মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য দান করে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে পাক্কা নামাযী হওয়ারও তৌফিক দান করো এবং সত্যিকার আশিকে রাসূল, পাক্কা মিলাদীও বানিয়ে রাখো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## কুরআন করীমের তিলাওয়াত করুন...!!!

**হে আশিকানে রাসূল!** আজ আমরা যাঁর জশনে বিলাদত পালন করছি, তাঁর উপর কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের প্রিয় আক্বা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রচুর পরিমাণে কুরআন করীমের তিলাওয়াত করতেন। এক বর্ণনায় রয়েছে: আমার উম্মতের সর্বোত্তম ইবাদত হলো কুরআনের তিলাওয়াত। **(শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৪৭, হাদীস ২০০৪)**

সুতরাং আমাদেরও অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। কুরআন করীমের তিলাওয়াতও করব এবং কুরআন

করীম বিশুদ্ধভাবে পড়াও শিখে নেব। দুর্ভাগ্যবশত আজ অনেক মানুষ সঠিক তাজবীদ ও মাখরাজ সহকারে কুরআন করীম পড়তে পারে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামী ফয়যানে কুরআন প্রসারকারী একটি দ্বীনী সংগঠন। কুরআন করীম বিশুদ্ধভাবে পড়া শেখার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা এর ফয়যান অর্জন করুন! প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় বয়স্ক ইসলামী ভাইদেরকে তাজবীদ সহকারে কুরআনে করীম পড়া শেখানো হয় এবং পাশাপাশি মৌলিক জরুরি আহকাম ও মাসায়েল এবং সুন্নাত ও আদবও শেখানো হয়। আপনিও প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অংশগ্রহণ করুন এবং তাজবীদ সহকারে কুরআনে করীম পড়া শিখুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net